Image

একদিন KOLKATA EDITION - 25 Jun 2022 - Page 3

দুর্যোগ মোকাবিলায় চাই সম্মিলিত প্রয়াস, রায় প্রেস ক্লাবে কর্মশালার

অশোক সেনগুপ্ত

প্রতি বছর প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগে কত প্রাণহানি হয়, ক্ষয়ক্ষতি হয় কী বিপুল পরিমাণে, তার সামগ্রিক, সঠিক হিসেব কে-ই বা জানেন? তবে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল বিবেচনা করলে এই উপমহাদেশে দুই বাংলায় ক্ষতির পরিমাণটা সবচেয়ে বেশি। প্রকৃতির এই তাণ্ডবের সঙ্গে লড়াইয়ে মানুষ বুঝি সত্যি অসহায়। এর মোকাবিলায় প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস।

শুক্রবার প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে ফুটে উঠল এই অসহায়তা ও তার মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রয়াসের কথা। সমাধানের সম্ভাব্য নানা পথ নিয়েও আলোচনা হয়। বিষয় ছিল, 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ঝুঁকির খবর ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর প্রচারমাধ্যমের সংবেদনশীলতা'। মূল বিষয়, দুর্যোগে সাংবাদিকদের ভূমিকা, সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে কীভাবে, কতটা সজাগ হতে হবে।

জাপানের কেইও ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিয়া জাপান ল্যাব, রেজিলিয়েন্স ইনোভেশন নলেজ একাডেমি (রিকা) ইন্ডিয়া ও রিকা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের শিক্ষাবিদদের জন্য ছিল এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলা ও ত্রাণ এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ খান বলেন, 'উপকূলবর্তী এলাকায় দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। প্রতি বছর জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হয় আমাদের। দুর্যোগ আছড়ে পড়ার পর যত দ্রুত আমরা অকুস্থলে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারি, ততটাই ক্ষয়ক্ষতির লাগাম দেওয়া সম্ভব হয়। এ কারণে আমরা বছরভর প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করি। তবে, মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগগুলোর ব্যাপারে আমাদের

আরও সতর্ক থাকা দরকার।'

ইন্ডিয়া জাপান ল্যাবের অধিকর্তা রাজীব শ আলোচনায় বলেন, '১৮৫৮ সালে তৈরি কেইও ইউনিভার্সিটিতে বছর তিন আগে এই বিভাগ তৈরি হয়েছে। পরিবেশ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এর প্রভাব নিয়ে যে 'ইন্টারগভর্মেন্টাল প্যানেল' (আইজিপি) হয়েছে, তাতে সম্পৃক্ত হয়েছে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের সহস্রাধিক রিপোর্ট। কিন্তু এর রূপায়ণের সুফল জনগোষ্ঠীর ০.০০২ শতাংশের কাছেও যাচ্ছে না। বাকি ০.৯৯৮ শতাংশ অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে গণমাধ্যমের একটা বড় ভূমিকা আছে।'

এই সঙ্গে রাজীববাবু বলেন, 'কেবল গণমাধ্যম উদ্যোগী হলে হবে না। সরকারের সংশ্লিষ্ট নানা দপ্তর ও সম্পর্কিত বেসরকারি ব্যক্তি ও নানা বিভাগের মধ্যেও সুষম সমন্বয় দরকার।' অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর বলেন, 'গরিবদের মধ্যেও যাঁরা দরিদ্রতম, দুর্যোগে তাঁদের সতর্ক করার ক্ষেত্রে গণ সংযোগের একটা উপযোগিতা আছে।'

আলোচনার অন্যতম সহযোগী ছিল 'রেজিলিয়েন্স ইনোভেশন নলেজ একাডেমি' (রিকা) ইন্ডিয়া এবং রিকা ইনস্টিটিউট। আয়োজনের অন্যতম কারণ ছিল ভারত ও জাপানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি। এদিন অনুষ্ঠানে কলকাতায় জাপানের কনসাল জেনারেল কোইচি নাকাগুয়া এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে দু'টি দেশ কীভাবে উদ্যোগী, তার উল্লেখ করেন। বলেন, আমফান ও অতিমারির পর পরিবেশরক্ষা ও দুর্যোগ মোকাবিলার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। সাংবাদিক এবং মিডিয়া শিক্ষাবিদদের তাই এই কর্মশালা সহায়ক হবে।

এদিন আমন্ত্রিত ছিলেন আইআইএমসি-র পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডিজাসটার ম্যানেজমেন্টের সম্পাদক ও চেয়ারম্যান অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস, বিশেষজ্ঞ হিমাদ্রী মৈত্র প্রমুখ। একটি পৃথক অধিবেশন ছিল দুর্যোগ মোকাবিলায় জাপানের অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাতে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন তোমো কাওয়ামে, হিরোমে সিরোশে, ইরি সায়াকা ও রুবি পাওয়ানকার।

কর্মশালায় প্রচারমাধ্যমের অভিজ্ঞতা ও কর্তব্য নিয়ে বলার জন্য আমন্ত্রিত ছিলেন চার অভিজ্ঞ সাংবাদিক মনিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমাংশু শেখর মিশ্র, মনোজ্ঞা লোইয়াল ও অমল সরকার। তাঁদের কথায় ফুটে ওঠে, পেশাগত জীবনে তাঁদের বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের খবর করতে হয়। পাশাপাশি বিষয়বস্তুতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ভাষণ দেন রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলা ও ত্রাণ এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব দুষ্মন্ত নারিওয়াল।

আজকাল
কলকাতা শুক্রবার ১৫ জুলাই, ২০২২

Share Tweet + -

বিপর্যয় মোকাবিলায় বাংলা অনেক এগিয়ে, বললেন জাভেদ খান

আজকালের প্রতিবেদন

বিপর্যয় মোকাবিলায় দেশের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ অনেক এগিয়ে। সিভিল এমার্জেন্সি ফোর্স তৈরি হয়েছে বাংলায়। রয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স। এছাড়াও প্রতি জেলায় বিপর্যয় মোকাবিলা শাখাও রয়েছে। শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে একথা বলেছেন বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ খান। তিনি বলেন, এখন অনেক কিছুই আগে থেকে জানতে পারি বলে, সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা যায় এবং দ্রুত প্রস্তুতিও নেওয়া যায়। বড় মেলা হোক বা কোনও অনুষ্ঠান, আমাদের কর্মীরা সর্বদাই তৎপর থাকেন।

বক্তব্য পেশ করছেন মন্ত্রী জাভেদ খান।

সাংবাদিকরা যখন ঝড়, বন্যা বা ভূমিকম্পের মতো ঘটনার সংবাদ সংগ্রহে যান, তাদের কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, নিজেকে বাঁচিয়ে কীভাবে খবর সংগ্রহ করবেন এ বিষয়ে বেশ কিছু নির্দেশিকা নিয়েই ছিল এদিনের কর্মশালা। মিডিয়া সেনসিটাইজেশন প্রোগ্রাম: ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড রিস্ক কমিউনিকেশন বিষয় ছিল এদিনের কর্মশালা। ভারত-জাপান কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল জাপানের ইন্ডিয়া-জাপান ল্যাব, কেও বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও রেজিলিয়েন্স ইনোভেশন নলেজ আকাদেমি (রিকা) এই কর্মশালায় যোগ দিয়েছিল। এখানে ভাষণ দেন জাপানের কলকাতা দূতাবাসের কনস্যুলেট জেনারেল কৈচি নাকাগাওয়া। কেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়া-জাপান ল্যাবের ডিরেক্টর অধ্যাপক রাজীব শ, আইআইএমসি ঢেঙ্কানলের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা মৃণাল চ্যাটার্জি। এছাড়াও কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এই কর্মশালায় তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জানান। প্যানেল ডিসকাশনে অন্যান্যদের মধ্যে অংশ নেন ইন্ডিয়ান আকাদেমি অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের সম্পাদক ও চেয়ারম্যান অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস। বক্তারা প্রত্যেকেই বিপর্যয়ের সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সেই জায়গায় যাওয়ার সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য এবং স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর কথা বলেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রেস ক্লাব সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক।

দুরন্ত বার্তা

কলকাতা Volume No. 27, Issue No.: 206 Monday, 27 June, 2022 * ২৭ বর্ষ, ২০৬ সংখ্যা * ১২ আষাঢ়, ১৪২৯, সোমবার, ২৭ জুন, ২০২২

দুর্যোগ মোকাবিলায় চাই সম্মিলিত প্রয়াস, রায় প্রেস ক্লাবে ভারত-জাপান যৌথ কর্মশালার

কলকাতা, ২৬ জুনঃপ্রতি বছর প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগে কত প্রাণহানি হয়, ক্ষয়ক্ষতি হয় কী বিপুল পরিমাণে, তার সামগ্রিক, সঠিক হিসেব কে-ই বা জানেন? তবে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল বিবেচনা করলে এই উপমহাদেশে দুই বাংলায় ক্ষতির পরিমাণটা সবচেয়ে বেশি। প্রকৃতির এই তাণ্ডবের সঙ্গে লড়াইয়ে মানুষ বুঝি সত্যি অসহায়। এর মোকাবিলায় প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস।শুক্রবার প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে ফুটে উঠল এই অসহায়তা এবং তার মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রয়াসের কথা। সমাধানের সম্ভাব্য নানা পথ নিয়েও কথা হল। আলোচনার বিষয় ছিল- ' ঝুঁকি হ্রাস এবং ঝুঁকির খবর ছড়িয়ে দেওয়ার উপর প্রচারমাধ্যমের সংবেদনশীলতা'। মূল বিষয়, দুর্যোগে সাংবাদিকদের ভূমিকা, সহযোগিতা মূলক সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে কীভাবে, কতটা সজাগ হতে হবে।জাপানের কেইও ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিয়া জাপান ল্যাব, রেজিলিয়েন্স ইনোভেশন নলেজ একাডেমি (রিকা) ইন্ডিয়া এবং রিকা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমের শিক্ষাবিদদের জন্য ছিল এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলা ও ত্রাণ এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের মন্ত্রী জাভেদ খান এদিন বলেন, উপকূলবর্তী এলাকায় দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। প্রতি বছর জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হয় আমাদের। দুর্যোগ আছড়ে পড়ার পর যত দ্রুত আমরা অকুস্থলে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারি, ততটাই ক্ষয়ক্ষতির লাগাম

দেওয়া সম্ভব হয়। এ কারণে আমরা বছরভর প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করি। তবে, মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগগুলোর ব্যাপারে আমাদের আরও সতর্ক থাকা দরকার।ইন্ডিয়া জাপান ল্যাবের অধিকর্তা রাজীব শ আলোচনায় বলেন, ১৮৫৮ সালে তৈরি কেইও ইউনিভার্সিটিতে বছর তিন আগে এই বিভাগ তৈরি হয়েছে। মূল লক্ষ্য দুর্যোগ থেকে যোগ- বিভিন্ন বিষয়ে দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন। পরিবেশ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এর প্রভাব নিয়ে যে ' প্যানেল' (আইজিপি) হয়েছে, তাতে সংপৃক্ত হয়েছে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের সহস্রাধিক রিপোর্ট। কিন্তু এর রূপায়ণের সুফল জনগোষ্ঠীর ০.০০২ শতাংশের কাছেও যাচ্ছে না। বাকি ০.৯৯৮ শতাংশ অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে গণমাধ্যমের একটা ব। ভূমিকা আছে।এই সঙ্গে রাজীববাবু বলেন, কেবল গণমাধ্যম উদ্যোগী হলে হবে না। সরকারের সংশ্লিষ্ট নানা দফতর এবং সম্পর্কিত বেসরকারি ব্যক্তি ও নানা বিভাগের মধ্যেও সুষম সমন্বয় দরকার। এই প্রস্তুতির পরিমণ্ডল (' অফ প্রিপেয়ার্ডনেস') একদিনে হয় না। জাপানে শৈশব থেকে সবাইকে এটা বোধ করানোর চেষ্টা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর বলেন, গরিবদের মধ্যেও যারা দরিদ্রতম, দুর্যোগে তাদের সতর্ক করার ক্ষেত্রে গণ সংযোগের একটা উপযোগিতা আছে।আলোচনার অন্যতম সহযোগী ছিল ' ইনোভেশন নলেজ একাডেমি' (রিকা) ইন্ডিয়া এবং রিকা ইনস্টিটিউট। আয়োজনের অন্যতম কারণ ছিল ভারত ও জাপানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি। এদিন অনুষ্ঠানে কলকাতায় জাপানের কনসাল জেনারেল কোইচি নাকাগুয়া এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে দুটি দেশ কীভাবে উদ্যোগী, তার উল্লেখ করেন। বলেন, আমফান ও অতিমারির পর পরিবেশরক্ষা ও দুর্যোগ মোকাবিলার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। সাংবাদিক এবং মিডিয়া শিক্ষাবিদদের তাই এই কর্মশালা সহায়ক হবে।এদিন পর্যায়ক্রমে নানা বিষয়ে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা হয়। আমন্ত্রিত ছিলেন আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডিজাসটার ম্যানেজমেন্টের সম্পাদক ও চেয়ারম্যান অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস, বিশেষজ্ঞ হিমাদ্রী মৈত্র প্রমুখ। একটি পৃথক অধিবেশন ছিল দুর্যোগ মোকাবিলায় জাপানের অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাতে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন তোমো কাওয়ামে, হিরোমে সিরোশে, ইরি সায়াকা এবং রুবী পাওয়ানকার।কর্মশালায় প্রচারমাধ্যমের অভিজ্ঞতা ও কর্তব্য নিয়ে বলার জন্য আমন্ত্রিত ছিলেন বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের চার অভিজ্ঞ সাংবাদিক মনিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমাংশু শেখর মিশ্র, মনোজ্ঞা লোইয়াল এবং অমল সরকার। তাঁদের কথায় ফুটে ওঠে, পেশাগত জীবনে তাঁদের বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের খবর করতে হয়। এর পাশাপাশি বিষয়বস্তুতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ স্থিতিস্থাপকতায় এটির একটি বিশাল অবদান রয়েছে। দুর্যোগের সময় গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তাও উদ্বেগের আর একটি বিষয়। তাই দুর্যোগে সাংবাদিকদের নিজেদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ভাষণ দেন রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলা ও ত্রান এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের প্রধান সচিব দুষ্মন্ত নারিওয়াল। সব মিলিয়ে, নানা আলোচনায় প্রাধান্য পায় দুর্যোগে সম্মিলিত প্রয়াসের বিষয়টি।

বিপর্যয় মোকাবিলায় সাংবাদিকদের ভূমিকা

স্টাফরিপোর্টার: পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলা বিপর্যয়প্রবণ তাই রাজ্য সরকার বিপর্যয় মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত। শুক্রবার প্রেস ক্লাব কলকাতা আয়োজিত দুর্যোগ মোকাবিলায় সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সাংবাদিকদের এক কর্মশালার উদ্বোধনী ভাষণে একথা বলেন রাজ্যের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও সিভিল ডিফেন্স মন্ত্রী জাভেদ খান। তিনি বলেন আসন্ন বর্ষার মরসুমে এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী যাতে অকুস্থলে পৌঁছাতে পারে তার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে রাজ্য সরকার। কলকাতাস্থ জাপানী উপরাষ্ট্রদূত কোচিদা নাকাগাওয়া ভারত জাপানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৭০ বছর উপলক্ষে দুদেশের সম্পর্ক আরও জোরদার করার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সুনামির একদশক পরেও সেই অভিজ্ঞতায় জাপান বিপর্যয় মোকাবিলার নতুন প্রকৌশল দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী। কর্মশালার অন্যতম উদ্যোক্তা জাপানের কেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়া-জাপান ল্যাবের অধিকর্তা রাজীব শাউ জলবায়ু পরিবর্তন ও বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন। প্রেস ক্লাব, কলকাতার সভাপতি স্নেহাশিস সুর বিপর্যয়ের প্রক্কালে জনগণকে সচেতন করতে, দুর্যোগের সময় সঠিক তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এবং বিপর্যয় পরবর্তী সময়ে পুনর্গঠনের কাজে সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা

উল্লেখ করেন। অপর আয়োজক সংস্থা রিকা-র পক্ষে সোমা দত্ত বিপর্যয় মোকাবিলায় সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। প্রেস ক্লাব, কলকাতা, জাপানের কেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়া-জাপান ল্যাব, রেজিলিয়েন্স ইনোভেশোন অ্যাওয়ারনেস অ্যাকাডেমি (রিকা)-র উদ্যোগে ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৭০ বছর উপলক্ষে একদিনের এই কর্মশালায় প্রায় ১০০ জন সাংবাদিক, গণমাধ্যমের শিক্ষক, রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির আধিকারিকরা অংশ নেন। কর্মশালায় দীক্ষান্ত ভাষণ দেন ও শংসাপত্র তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রধান সচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা। বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রেস ক্লাব, কলকাতা আরও কর্মসূচি নেবে বলে জানান প্রেস ক্লাব, কলকাতার সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক।